রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

৪৫

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১০, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ জুন ২০১০

নং ৫২ (আঃমঃ)(লেঃসঃ)(মুঃপ্রঃ)/-আইন-অনুবাদ/২০১০—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ।)

রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

১৯৭৬ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ

[২৮ শে জুন, ১৯৭৬]

রেলওয়ে সম্পত্তির অধিকতর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য একটি বাহিনী গঠন এবং উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান প্রণয়নকল্পে অধ্যাদেশ।

যেহেতু, রেলওয়ে সম্পত্তির অধিকতর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য একটি বাহিনী গঠন এবং উহা নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ২০ আগস্ট, ১৯৭৫ এবং ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ এর ঘোষণা অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) **"চীফ কমান্ড্যান্ট"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত বাহিনীর চীফ কমান্ড্যান্ট;

(খ) **"বাহিনী"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে গঠিত রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী;

(গ) **"বাহিনীর সদস্য"** অর্থ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যতীত এই অধ্যাদেশের অধীনে বাহিনীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(ঘ) **"নির্ধারিত"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঙ) **"রেলওয়ে সম্পত্তি"** অর্থে রেলওয়ে প্রশাসনের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে বা দখলে থাকা যে কোন মালামাল, অর্থ বা মূল্যবান জামানত, বা প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) **"উর্ধ্বতন কর্মকর্তা"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত বাহিনীর কোন কর্মকর্তা;

(ছ) যে সকল শব্দ এবং অভিব্যক্তি এই অধ্যাদেশে ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সনের ৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সে সকল শব্দ এবং অভিব্যক্তি যথাক্রমে উক্ত আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ বহন করিবে।

৩। **বাহিনীর গঠন।**—(১) রেলওয়ে সম্পত্তির অধিকতর সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার জন্য সরকার রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করিবে।

(২) যেইরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেইরূপ পদ্ধতিতে এবং সেইরূপ সংখ্যক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সদস্যগণের সমন্বয়ে বাহিনীটি গঠিত হইবে।

৪। **উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের নিয়োগ।**—(১) সরকার এই বাহিনীর একজন চীফ কমান্ড্যান্ট নিয়োগ করিবে, এবং এক বা একাধিক কমান্ড্যান্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) যেইরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেইরূপ পদ্ধতিতে এবং শর্তে চীফ কমান্ড্যান্ট এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীনে বর্ণিত বিধান অনুসারে চীফ কমান্ড্যান্ট এবং অন্যান্য প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাহিনীর সদস্যগণের উপর স্ব স্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিবেন।

৫। **বাহিনীর সদস্যগণের শ্রেণী ও পদমর্যাদা।**—বাহিনীতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং অন্য পদমর্যাদার সদস্য থাকিতে পারিবে, তাহাদের পদমর্যাদা নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে হইবে, যথাঃ—

(ক) **কর্মকর্তাগণের শ্রেণী**—

(১) চীফ ইন্সপেক্টর,

(২) ইন্সপেক্টর,

(৩) সাব-ইন্সপেক্টর,

(৪) অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর;

(খ) **অন্যান্য পদমর্যাদার শ্রেণী**—

(১) হাবিলদার,

(২) নায়েক,

(৩) প্রহরী।

৬। **বাহিনীর সদস্যগণের নিয়োগ।**—(১) যেইরূপ নির্ধারণ করা হইতে পারে সেইরূপ পদ্ধতিতে ও শর্তে চীফ কমান্ড্যান্ট বাহিনীর সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে চীফ কমান্ড্যান্ট আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট করিতে পারেন এইরূপ অন্য কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও এই ধারার অধীনে নিয়োগদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য নিয়োগ পাওয়া মাত্র তফসিলে নির্ধারিত ছকে চীফ কমান্ড্যান্ট বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সীল এবং স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সনদ লাভ করিবেন।

(৩) বাহিনীর কোন সদস্য বাহিনী হইতে কোন কারণে বাদ পড়িলে তাহার নিয়োগ সনদ বাতিল হইবে এবং বাহিনী হইতে সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে উহা অকার্যকর থাকিবে।

৭। **বাহিনীর তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসন।**—বাহিনীর তত্ত্বাবধান সরকারের উপরে ন্যস্ত থাকিবে এবং সরকারের উপর ন্যস্ত থাকা সাপেক্ষে, বাহিনীর প্রশাসন চীফ কমান্ড্যান্টের উপর ন্যস্ত থাকিবে যিনি এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী ও তদধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

৮। **বাহিনীর সদস্যগণের শাস্তি।**—(১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৫ এর বিধানাবলী এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীতব্য বিধিমালা সাপেক্ষে, বাহিনীর যে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যে কোন সদস্যকে অবাধ্যতা, শৃঙ্খলাভঙ্গ, অসদাচরণ, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা বা কর্তব্য পালনে শিথিলতা অথবা কোন কারণে নিজেকে কর্তব্য পালনে অযোগ্য প্রতিপন্নের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলে, উহার কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ দ্বারা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ;

(খ) চাকুরি হইতে অপসারণ;

(গ) বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান;

(ঘ) পদমর্যাদা বা গ্রেডের অবনমন;

(ঙ) পদোন্নতি স্থগিতকরণ;

(চ) অনূর্ধ্ব এক বৎসরের জন্য জ্যেষ্ঠতা হরণ;

(ছ) অনূর্ধ্ব এক মাসের বেতন ও ভাতাদি বাজেয়াপ্তকরণ;

(জ) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঝ) অনধিক এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ যে কোন অঙ্কের জরিমানা;

(ঞ) শাস্তিসহ বা শাস্তি ব্যতীত সাজা, ড্রিল, এক্সট্রা গার্ড, ফ্যাটিগ বা অন্যান্য ডিউটিতে অনধিক চৌদ্দ দিন কোয়ার্টার গার্ডে আটক রাখা;

(ট) তিরস্কার।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাহিনীর কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বা তদন্ত করিবার প্রয়োজন হইলে বাহিনীর যে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে—

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপকের নিকট, যদি চীফ কমান্ড্যান্ট কর্তৃক আদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে;

(খ) চীফ কমান্ড্যান্টের এর নিকট, যদি অন্য কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক আদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৯। **উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাহিনীর সদস্য রেলওয়ের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।**—এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে বাহিনীর চীফ কমান্ড্যান্ট এবং অন্যান্য প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সদস্য অধ্যায় VIA ব্যতীত রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সনের ৯ নং আইন) এর সংজ্ঞায়িত অর্থে রেলওয়ে কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত আইনের দ্বারা বা উহার অধীনে রেলওয়ে কর্মচারীর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইবেন।

১০। **উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের এবং বাহিনীর সদস্যগণের দায়িত্ব।**—প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাহিনীর সদস্যের দায়িত্ব হইবে—

(ক) তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনসংগতভাবে তাহাকে প্রদত্ত সকল আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা;

(খ) রেলওয়ে সম্পত্তি রক্ষা এবং নিরাপত্তা বিধান করা;

(গ) রেলওয়ে সম্পত্তি স্থানান্তরে যে কোন বাধাবিঘ্ন দূর করা; এবং

(ঘ) রেলওয়ে সম্পত্তির অধিকতর সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার পক্ষে সহায়ক যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

১১। **বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষমতা।**—বাহিনীর যে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা যে কোন সদস্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা পরোয়ানা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন, যদি—

(ক) উক্ত ব্যক্তি রেলওয়ে সম্পত্তির ব্যাপারে ছয় মাসের উর্ধ্বে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে সংশ্লিষ্ট থাকেন বা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া যুক্তিসংগত সন্দেহ বিদ্যমান থাকে; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তি রেলওয়ে সীমানার মধ্যে এমন পরিস্থিতিতে আত্মগোপন করিয়া থাকার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাহাতে যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটে যে, তিনি রেলওয়ে সম্পত্তি চুরি বা উহার ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আত্মগোপন করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন।

১২। **পরোয়ানা ব্যতীত তল্লাশির ক্ষমতা।**—(১) যেই ক্ষেত্রে বাহিনীর কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা হাবিলদার পদমর্যাদার নিম্নে নহে, এইরূপ কোন সদস্যের বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটে যে, ধারা ১১ এ বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে এবং তল্লাশি পরোয়ানা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে অপরাধী পালাইয়া যাইতে পারে বা অপরাধের আলামত নষ্ট করিতে পারে, সেইক্ষেত্রে তিনি তাহাকে আটক করিতে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ ও জিনিসপত্র তল্লাশি করিতে পারিবেন এবং উপযুক্ত মনে করিলে, যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন, তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীনে তল্লাশির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর তল্লাশি সংক্রান্ত বিধানসমূহ যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করিতে হইবে।

১৩। **গ্রেফতারের পরবর্তী কার্যক্রম।**—বাহিনীর কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা কোন সদস্য এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে, প্রয়োজনীয় বিলম্ব ব্যতীত, একজন পুলিশ অফিসারের নিকট সোপর্দ করিবেন অথবা কোন পুলিশ অফিসার উপস্থিত না থাকিলে উক্ত ব্যক্তিকে নিকটতম থানায় পাঠাইবেন বা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৪। **বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং সদস্যগণ সর্বদা কর্তব্যরত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং রেলওয়ের যে কোন এলাকায় দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকিবেন।**—(১) বাহিনীর প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সদস্য এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সর্বদা কর্তব্যরত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং যে কোন সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের যে কোন অংশে দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) বাহিনীর কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সদস্য এই অধ্যাদেশের অধীনে তাহার উপর অর্পিত কর্তব্য ব্যতীত অন্য কোন কার্যে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

১৫। **বাহিনীর কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কোন সদস্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পরিবেন না।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সদস্যদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বা উহার সদস্য বা কর্মকর্তা হইবার অধিকার থাকিবে না।

১৬। **দায়িত্বে অবহেলা, ইত্যাদির দণ্ড।**—ধারা ৮ এর বিধানাবলী ক্ষুণ্ন না করিয়া, যদি বাহিনী কোন সদস্য ভীরুতা অথবা দায়িত্বে অবহেলা বা বাহিনীর সদস্য হিসেবে মান্য বা পালন করা কর্তব্য এইরূপ কোন আইন বা বিধি, প্রবিধি বা আদেশের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করিবার অথবা বিনা অনুমতিতে দায়িত্ব পালন হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিবার, অথবা ছুটিতে থাকা অবস্থায় ছুটি শেষে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কাজে যোগদান করিবার ব্যর্থতার দোষী সাব্যস্ত হন, অথবা বাহিনীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন ব্যতীত প্রাধিকার বহির্ভূত কোন কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭। **দায়মুক্তি।**—এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি দ্বারা অর্পিত কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা পালন বা প্রয়োগের জন্য বাহিনীর কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা কোন সদস্য কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্য বা উহা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য তাহাকে দণ্ডিত করা বা ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা যাইবে না।

[১][১৭ক। **কতিপয় আদেশের ক্ষেত্রে আদালতের এখতিয়ার রহিতকরণ।**—ধারা ৮ এর যে কোন বিধানের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]

১৮। **আইনি কার্যক্রম গ্রহণে সীমাবদ্ধতা।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাহিনীর কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সদস্য কর্তৃক এই অধ্যাদেশের বিধান বা তদধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে বা উহা দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে কৃত বা ঈপ্সিত কোন কার্যের জন্য তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগভাবে গ্রহণীয় কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্যক্রম, উক্ত কার্য সংঘটিত হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে, শুরু করিতে হইবে এবং তিন মাস পরে এইরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং এইরূপ কার্যক্রম শুরু করিবার কমপক্ষে একমাস পূর্বে উক্ত কার্যক্রম ও উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের কারণ সম্পর্কিত লিখিত নোটিশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এবং তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে প্রদান করিতে হইবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **বিদ্যমান রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কিত বিধান।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের সময়ে বিদ্যমান রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত বাহিনী বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের সময়ে বিদ্যমান রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী চীফ কমান্ড্যান্ট, কমান্ড্যান্ট, অ্যাসিসট্যান্ট কমান্ড্যান্ট, চীফ ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, অ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হাবিলদার, নায়েক এবং প্রহরীগণ এই অধ্যাদেশের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নিরাপত্তা বাহিনী গঠন এবং উহার জন্য কোন ব্যক্তি নিয়োগ সম্পর্কিত কোন কিছু করা বা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, উহা আইন অনুযায়ী এইরূপে বৈধ ও কার্যকর হইবে যেন এই অধ্যাদেশের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বে তৎকর্তৃক কৃত কোন কার্য করিবার বা করাইবার জন্য কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিবে না।

তফসিল

রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রদানের সনদ

[ধারা ৬ (২) দ্রষ্টব্য]

রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর অধীন জনাব.....কে (যাহার ছবি ইহার সহিত সংযুক্ত) রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে এবং বাহিনীর একজন সদস্যের ন্যায় ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং প্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

সিলমোহর স্বাক্ষর.....

ঢাকা; পদমর্যাদা.....

তারিখ....., ১৯৭৬

১। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (সংশোধন, অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর ধারা ২ দ্বারা ১৯ক ধারা সন্নিবেশিত।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd